

## 196257 - মুয়াজ্জিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

### প্রশ্ন

নামাযের আযান কে দিবে? অর্থাৎ এই দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? এটার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

#### এক:

সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি আযান দেয়া শর্ত নয়। যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি নামাযের জন্য আযান দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আযানের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। আর বয়সে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি যেন ইমামতি করে।”[সহিহ বুখারী: ৬২৮ ও সহিহ মুসলিম: ৬৭৪]

#### দুই:

আলেমরা মুয়াজ্জিনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। আর কিছু বিষয় মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচনায় রাখা উচিত।

যে সকল শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া আযান দেয়া সঠিক হবে না সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: মুয়াজ্জিন মুসলিম, সুস্থ মাস্তিক্রে অধিকারী ও পুরুষ হওয়া।

ইবনে কুদামা রাহিমাভ্লাহ বলেন: “মুসলিম, আকলসম্পন্ন ও পুরুষের পক্ষ থেকে ছাড়া আযান দেয়া সঠিক হবে না। কাফের ও পাগলের আযান দেয়া সঠিক নয়। কারণ তারা ইবাদত পালন করার যোগ্য নয়। নারীর আযান দেয়াও শুন্দ হিসেবে গণ্য নয়। কারণ নারীর জন্য আযান দেওয়া শরিয়তে বৈধ নয়। ... উক্ত বিষয়ে কোনো মতভেদ আমাদের জানা নেই।”[আল-মুগনী (১/২৪৯)]

আর মুয়াজ্জিনের মাঝে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা উত্তম সেগুলো হলো: সুকঠের অধিকারী, বিশ্বস্ত, সৎ, ওয়াকের ব্যাপারে বিজ্ঞ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

ইবনে কুদামা রাহিমাভ্লাহ বলেন: “মুয়াজ্জিন সৎ, বিশ্বস্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মুস্তাহাব। কারণ নামায-রোয়ার ক্ষেত্রে সে নির্ভরযোগ্য। যদি মুয়াজ্জিন নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে সে আযান দিয়ে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়া থেকে নিরাপদ নয়। আর মুয়াজ্জিন যেহেতু উঁচু স্থান থেকে আযান দেয় সেহেতু সে মানুষের গোপন অঙ্গুলো দেখে ফেলা থেকেও নিরাপদ নয়।”[আল-মুগনী (১/২৪৯)]

আল-মাউয়াতুল ফিকহিয়া (১/৩৬৮)-তে আছে:

“মুয়াজিনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা মুস্তাহাব সেগুলো হলো: তিনি সৎ হবেন। কারণ ওয়াক্তের ক্ষেত্রে তাকে আমানতদার নিযুক্ত করা হয়েছে। আর যাতে করে মানুষের গোপন অঙ্গুলোর দিকে নজর দেওয়া থেকে তার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ব্যক্তি আযান দিলে সঠিক হবে; তবে সেটা মাকরুহ...। মুয়াজিন সুকর্ত্তের অধিকারী হওয়া মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে যাইদকে বলেন, “তুমি বিলালের সাথে উঠ এবং তুমি যা (স্পন্দে) দেখেছ সেটা তাকে পড়ে শোনাও। কারণ সে তোমার চেয়ে সুকর্ত্তের অধিকারী।” আর কঠস্বর উঁচু হলে আযান ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়...। মুয়াজিনের জন্য নামায়ের ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া মুস্তাহাব; যাতে করে ওয়াক্তের ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকে এবং ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দেয়। এমনকি অন্ধ ব্যক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি উত্তম। কেননা অন্ধ ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবেশ করেছে কিনা সেটা জানতে পারে না।”[সংষৎ পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত]

এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক যে, কোনো মসজিদে যদি নির্ধারিত মুয়াজিন থাকে তখন অন্য কারো জন্য সেই মুয়াজিনের আযান দেওয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই কিংবা বাড়াবাড়ি করে তার অনুমতি ছাড়া তার বদলে আযান দেওয়ারও অধিকার নেই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।